ডাকসু নির্বাচন

শিবিরের কৌশলের কাছে পরাজয় ছাত্রদলের

প্রতিপক্ষের বিভক্তিতে শিবিরের লাভ

ডাকসুর ফল ঘোষণার পর উচ্ছ্বসিত ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল থেকে ভিপি পদে নির্বাচিত সাদিক কায়েম, জিএস এস এম ফরহাদ ও এজিএস মহিউদ্দীন খান। বুধবার সকালে সিনেট ভবনে -সমকাল

যোবায়ের আহমদ

প্রকাশ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৬:২৩

- অ +

নিজস্ব ভোট ব্যাংক, মাঠ যাচাই করে প্রার্থী মনোনয়ন, প্রতিপক্ষের বিভক্তি এবং হলে সক্রিয় অবস্থানের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির। তাদের এসব কৌশলের সঙ্গে পেরে না ওঠাই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পরাজয়ের বড় কারণ। পাশাপাশি ছাত্রদল জিতলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সময়ের মতো নিপীড়ন ফিরবে- প্রতিপক্ষের এমন প্রচারও কাজে দিয়েছে।

ছাত্র সংগঠন দুটির নেতা, ভোটার এবং ক্যাম্পাসের রাজনীতি-সংশ্লিষ্টরা সমকালকে এ তথ্য জানিয়েছেন। তাদের ভাষ্য, ডাকসু নির্বাচনে শুরু থেকেই পিছিয়ে ছিল ছাত্রদল। তবে তারা পরাজিত হলেও ধারণার চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। এর পেছনে বিএনপির জনপ্রিয়তা কাজ করেছে বলে তাদের অনুমান।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্রলীগের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। সে সময় গেস্টরুম, গণরুমের নামে হাজারো শিক্ষার্থী নির্যাতনের শিকার হন। ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর তার অবসান হয়েছে।

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্রতিশ্রুতি ছিল গেস্টরুম সংস্কৃতি, গণরুম আর ফিরবে না। বিপরীতে শিবিরের প্রচার ছিল, ছাত্রদল জয়ী হলে আগের পরিবেশ ফিরবে। এর সঙ্গে ৫ আগস্টের পর দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রদল নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, অভ্যন্তরীণ কোন্দলে খুনোখুনির অভিযোগগুলোকে অনলাইনে-অফলাইনে ব্যাপকভাবে প্রচার করে ছাত্রশিবির।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর প্রকাশ্য রাজনীতিতে ফেরা শিবির ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার ছিল। তখন থেকেই তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছে। বিপরীতে ছাত্রদল তপশিল ঘোষণার পরও নিশ্চিত ছিল না, অংশ নেবে কিনা। পাশাপাশি ছাত্রত্ব না থাকায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা প্রার্থী হতে পারেননি। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন প্যানেল ঘোষণা করে। প্রার্থীদের অধিকাংশই ক্যাম্পাসে অপরিচিত।

ফল প্রকাশের পর ছাত্রদলের পরাজিতরা প্রকাশ্যেই অভিযোগ করছেন, প্রার্থী হতে না পারা জ্যেষ্ঠ নেতাদের সহায়তা তারা নির্বাচনে পাননি। কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের বলয়সহ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল আট ভাগে বিভক্ত। জ্যেষ্ঠ নেতারা চাননি কনিষ্ঠরা জয়ী হয়ে বড় নেতা হয়ে যান।

গতকাল সামাজিক মাধ্যমে আসা একটি ভিডিওতে ছাত্রদলের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলামকে বলতে শোনা যায়, তিনি ছাত্রদলের সবার সহায়তা পাননি।
অন্যদিকে শিবির ছিল একাট্টা। নিজেদের প্যানেল অন্তর্ভুক্তিমূলক করে সব পক্ষের ভোট পেতে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং হিজাব না পরা নারীকেও প্রার্থী করে। পুরো নির্বাচনে ধর্মকে দূরে রাখে ধর্মভিত্তিক শিবির।

গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহসাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) ২৮টি পদের ২৫টিতেই জয় পেয়েছে ছাত্রশিবির কিংবা শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা। দুটি পদে স্বতন্ত্র এবং একটিতে বামপন্থি প্যানেলের একজন জয় পেয়েছেন। জগন্নাথ বাদে কোনো হল সংসদেও জয়ী হতে পারেনি ছাত্রদল।

নবনির্বাচিত জিএস এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদ বলেন, দুটি কারণে শিক্ষার্থীরা আমাদের পছন্দ করেছে। অনেকে রাজনৈতিক বিরোধিতায় শিবিরের চরিত্রহনন করেছে। এসব ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছি। কিন্তু ট্যাগিংয়ে যাইনি। আর শিবিরের সংগঠনের কাজ শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশার সঙ্গে মিলেছে। তারা দেখেছে, শিবির কী কাজ করছে। প্রার্থীরা নিজের ক্ষেত্রে আগে থেকেই অনেক কাজ রয়েছে।

ছাত্রদলের জিএস প্রার্থী তানভীর বারী হামিম বলেন, নির্বাচন নিয়ে শিবির বাদে সবার অভিযোগ রয়েছে। আমাদের অবস্থান নিয়ে দলের অভ্যন্তরীণ তদন্ত বিশ্লেষণ চলছে, আমরা দেখছি কোথায় কী ঘাটতি রয়েছে।

হলে ছাত্রদল নেই, শিবির শক্তিশালী

আওয়ামী লীগের শাসনামলে শিবির সন্দেহে শিক্ষার্থীদের মারধর করে পুলিশে দিত ছাত্রলীগ। তবে সাধারণ শিক্ষার্থী পরিচয়ে হলে থাকতেন ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা। ১৭ জুলাই ছাত্রলীগকে বিদায় করার পর হলগুলো তাদেরই নিয়ন্ত্রণে।

৫ আগস্টের পরে ‘ডামি ভোটে’ ‘হল প্রতিনিধি’ নির্বাচন করা হয়, তাদের অনেকে পরে শিবির হিসেবে আবির্ভূত হন এবং হল সংসদে জয়ী হয়েছেন। ৫ আগস্টের আগে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন শিবিরের নেতারা।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ আমলে ছাত্রদল হলে থাকতে পারেনি। তারা পরিচয় লুকিয়ে শিবিরের মতো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রণও নিতে পারেনি। ছাত্রদলের কমিটির শীর্ষ পদে থাকা নেতাদের অধিকাংশের ছাত্রজীবন ক্যাম্পাসের বাইরে থেকেই কেটে যায়। গণঅভ্যুত্থানের পর সবাই ফিরলেও ছাত্রদলের নেতারা হলে উঠতে পারেননি শিবিরসহ কয়েকটি সংগঠনের বাধার কারণে।
ছাত্রদলের অভিযোগ, সাধারণ শিক্ষার্থী বেশে শিবির তাদের হলে কাজ করতে দেয়নি।

মাঠ বিশ্লেষণ করে শিবিরের প্রার্থী

ছাত্রশিবিরের জয়ের পেছনে বড় ভূমিকা ছিল মাঠ পর্যায়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করে প্রার্থী ঠিক করা। আগে থেকে হলে থাকায় প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের নিয়ে ভালো জানাশোনা রয়েছে শিবিরের। এতে দেখা গেছে, কোনো হলে স্বতন্ত্র জনপ্রিয় প্রার্থী থাকলে তার বিপরীতে একই ডিপার্টমেন্টের ডামি প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ভোট ভাগ করেছে শিবির।
যেমন হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদের প্রার্থী বাগছাসের শহীদুর রহমান শাহিদ প্রভাবশালী অবস্থানে ছিলেন। তাঁর বাড়ি উত্তরবঙ্গে। শিবির একই এলাকার সোহরাব হোসেনকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ভোট ভাগ হওয়ায় শাহিদ হেরে গেছেন।

জনপ্রিয় মুখকে প্রার্থী করতে শিবির নিজ সংগঠনের বাইরে থেকে ইনকিলাব মঞ্চের ফাতিমা তাসনিম জুমাকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পাদক পদে, জুলাইয়ে চোখ হারানো খান জসীমকে আন্তর্জাতিক সম্পাদক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী রাইসুল ইসলাম এবং পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর সর্বমিত্র চাকমাকে প্রার্থী করে।

স্যার এএফ রহমান হলে জিএস পদে ছাত্রশিবিরের সমর্থনে মনোনয়ন ফরম তুলেছিলেন মো. নজরুল। হলে তাঁর শক্ত অবস্থান না থাকায় গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) হাবিব উল্যাহকে সমর্থন দেয় শিবির। সূর্য সেন হলেও বাগছাস থেকে পদত্যাগ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া আজিজুল হককে সমর্থন দেয়। দুজনই জয়ী হয়েছে।

প্রতিপক্ষের বিভক্তিতে এগিয়ে ছাত্রশিবির

উদারপন্থি দলগুলোর মধ্যে ছাত্রদল কিংবা গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের প্রার্থীদের মধ্যে বিভেদ ছাত্রশিবিরকে এগিয়ে দিয়েছিল। বামপন্থিদের মধ্যে উমামা ফাতেমার স্বতন্ত্র প্যানেল, বামপন্থিদের সাতটি সংগঠনের প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেল এবং তিন সংগঠনের অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪ নামে দুটি প্যানেল তাদের ভোটগুলো নানা ভাগে বিভক্ত করেছে। এতে তাদের অবস্থান দুর্বল করে দিয়েছে।
যেমন ক্রীড়া সম্পাদক পদে শিবিরের আরমান হোসেন ৭ হাজার ২৫৫ ভোটে জয় পেয়েছেন, অন্যদিকে ছাত্রদলের চিম চিম্যা চাকমা ৩ হাজার ৭৮৮ ভোট, স্বতন্ত্র জহিন ফেরদৌস জামি ৩ হাজার ৪৩৮ ভোট, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের আল আমিন সরকার ৩ হাজার ৮৩১ ভোট পেয়েছেন।

হল কমিটিতে বিরূপ পরিবেশ

গত ৮ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে কমিটি দিয়েছিল ছাত্রদল। ছাত্রলীগের আধিপত্যের কারণে হলে রাজনীতি বন্ধে ক্যাম্পাসে আন্দোলন হয়েছিল। অন্যদিকে সারাদেশে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি কিংবা নিজেদের মধ্যে অন্তর্ঘাতের ‘তথ্য প্রমাণ’ নির্বাচনে ব্যবহার করেছে শিবির। নির্বাচনের আগে ধর্ষণ নিয়ে ছাত্রীদের হলে প্রশ্নের মুখে পড়েন ছাত্রদল নেতারা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আইনুল ইসলাম বলেন, জুলাইয়ের পর শিক্ষার্থীরা বিভক্ত হয়েছে, ছাত্র সংগঠনগুলো বিভক্ত হয়েছে। বিপরীতে শিবির সুগঠিতভাবে সাংগঠনিক বিস্তার ঘটিয়েছে, সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছেছে। শিক্ষার্থীরা কিছুদিন আগে গণরুম, গেস্টরুম দেখেছে, তারা সেই বিভীষিকা থেকে বিকল্পের দিকে যেতে চেয়েছে।

শিবির বিরোধিতা থেকে ইসলামবিদ্বেষের প্রচার

শিবিরের প্যানেলে থেকে ভিপি নির্বাচিত সাদিক কায়েম ছাড়া অন্যরা ভোটের আগে আলোচনায় ছিলেন না। অনেকে ছিলেন অপরিচিত মুখ। প্রার্থী হওয়ার পর তাদের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীরা পাকিস্তানপন্থি, স্বাধীনতাবিরোধী তকমা দেন। এছাড়া নির্বাচনী প্রচারের সময় শিবিরের সদস্য প্রার্থী সাবিকুন্নাহার তামান্নার পোস্টারে ছবি বিকৃত করা হয়। তাঁর হিজাব পরিহিত ছবিতে শিং আঁকা হয়। শিবির একে ইসলামফোবিয়া হিসেবে প্রচার করে।

শিবিরের বিজয়ে পাকিস্তান জামায়াতের অভিনন্দন

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের বিজয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান। গতকাল দুপুরে সামাজিক মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বার্তায় তারা এ অভিনন্দন জানায়। পাকিস্তান জামায়াতের অভিনন্দনবার্তায় বলা হয়, ‘বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পুরো প্যানেলে বিজয় অর্জনে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে (ইসলামি জামিয়াতে তালাবা) প্রাণঢালা অভিনন্দন।’

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এই সাফল্য বাংলাদেশে নির্মাণ ও উন্নয়নের এক নতুন যুগের সূচনা প্রমাণ করবে, জাতীয় জীবন ও গণতন্ত্রে ছাত্র ও যুবকদের ভূমিকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবে এবং ভারতীয় ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হবে।’

এর আগে এক্সেই শিবিরকে অভিনন্দন জানান পাকিস্তান জামায়াতের আমির নাইম উর রহমান। পরে অবশ্য তাঁর সেই অভিনন্দনবার্তা মুছে ফেলা হয়। সেই বার্তায় তিনি লেখেন, ‘বাংলাদেশে নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির বিজয় অর্জন করেছে। পুরো প্যানেলই বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেছে। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ঘটল।’

পাকিস্তান জামায়াতের আমির বলেন, ‘উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলগুলো ভারতপন্থি শক্তির সম্মিলিত সমর্থন পেয়েছিল।’